Sultan Muhammad Razzak

Sultan Muhammad Razzak was born in 1959 in a cultural family of Pabna. He completed his Masters' Degree from University of Dhaka and obtained higher education on research on virtual education development and effective communication from UNESCO ESKOLA, Spain, and UNESCO Thailand and various international institutions.

In his professional life, he has worked in different UN projects on development communication and education. He has contributed to the development of Bangladesh through the successful use of educational dramas, folk music and videos. His notable works include Rubayat of Sultan Parts 1, 2, & 3, Philosophize, The Lady and Afternoon Flowers and a total of 14 plays. His works also include Translation of Edward Fitzgerald and Omar Khayyam's Rubai, Mirza Ghalib and Bahadur Shah Jafar's philosophical poems, and 100 poems by 10 poets from the Romantic era. He has taught at various international universities as visiting professor. He has been recognized and awarded nationally and internationally many times for his creative work and active role of virtual education.

101 Rubayat of Omar Khayyam
Translated by: Edward Fitzgerald
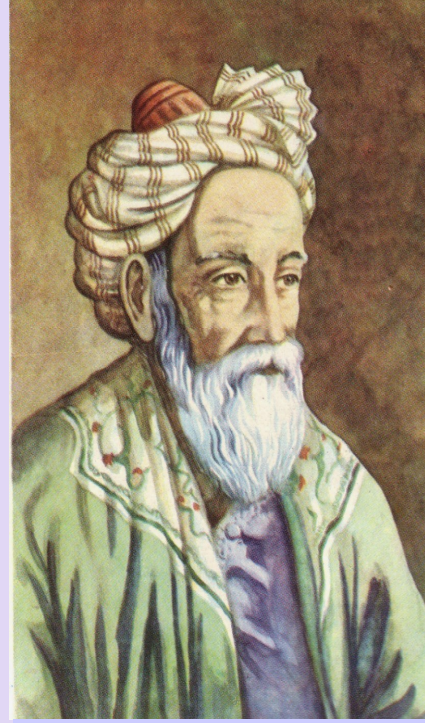
১০১ রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম
ভাষান্তরঃ সুলতান মুহম্মদ রাজ্জাক

101

Rubayat of Omar Khayyam

Translated by Edward FitzGerald

১০১

রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম

ভাষান্তরঃ
সুলতান মুহম্মদ রাজ্জাক
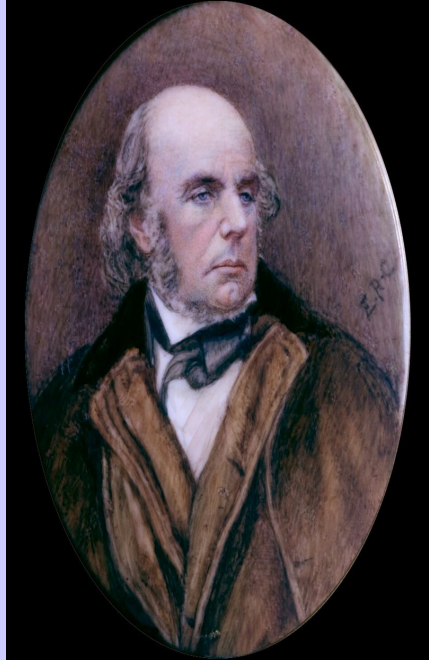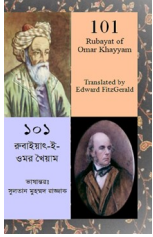
This is poetic Translation of 5th Edition (1889) Rubayat of Omar Khayaam by Edward FizGerad

এডওয়ার্ড ফিটসজেরাল্ড অনুদিত রুবাইয়াৎ অফ ওমর খৈয়াম এর পঞ্চম সংস্করণের(১৮৮৯) বাংলা কাব্যিক অনুবাদ।

101 Rubayat of Omar Khayyam
Translated by: Sultan Muham-mad Razzak
Format & design: Self
E book publication : May 2021

Paintings: Admund Dulac
Cover page: Design taken from Internet with courtesy.
Price: USD-10/

১০১ রুবাইয়াৎ-ই- ওমর খৈয়াম
সুলতান মুহম্মদ রাজ্জাক

চিত্রঃ এডমুন্ড ডুলাক
ই বুক প্রকাশনাঃ মে ২০২১
অলংকরণঃ নিজ
প্রচ্ছদঃ ইন্টারনেট থেকে নেয়া সৌজন্য ও কৃতজ্ঞতা স্বীকার হলো। মূল্যঃ ৫৫০/

[EBook #35260]
Character set encoding: ISO-8859-1
*** START OF THIS PROJECT GUTENBERG   EBOOK RUBAIYAT OF OMAR KHAYYAM ***

The Project Gutenberg EBook

অগ্রজ কায়েস মোঃ আবুল কাশেম যার উচ্চারিত এবং অনুচ্চারিত কথা ছিল আমার জীবন দিশারি।

Elder Brother Kayes Md. Abul kashem –whose uttered and non-uttered words were the light of my life.
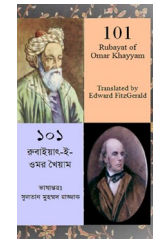
I

Wake! For the Sun, who scatter'd into flight
The Stars before him from the Field of Night,
Drives Night along with them from Heav'n, and strikes
The Sultán's Turret with a Shaft of Light ?

II

Before the phantom of False morning died,
Methought a Voice within the Tavern cried,
"When all the Temple is prepared within,
Why nods the drowsy Worshipper outside?"

III

And, as the Cock crew, those who stood before
The Tavern shouted—"Open then the Door!
You know how little while we have to stay,
And, once departed, may return no more."

১

জাগো জাগো বালা উষার তরে, দীর্ণ করে রাত আঁধার,
তারার আলোর ছুটছে পাথর, উদয়ন হোক উষা আবার।
এবং দেখ পূব শিকারী, আলোর ফাঁসে ধরে আঁধারই
তাইতো ভোরের উজল আলো ছুঁয়েছে শাহানশাহের মিনার

২

সুবেহসাদিকে স্বপ্ন দেখি, রাতের বিদায় উষার ঢেউ,
সরাইখানার হল্লা ঘোরে, শুনছি যেন হাঁকছে কেউ!
ওঠরে বাছা ঝিমাসনে আর পেয়ালাতে ঢাল দ্রাক্ষা সার;
ফুরিয়ে গেলে জীবন সুরা, শুকিয়ে যাবে জীবন ঢেউ!

৩

আগে থেকেই দাঁড়িয়ে যারা- মোরগডাকা শান্ত ভোর,
উচ্চস্বরে চেঁচিয়ে ডাকে, সরাইখানার খোলরে দোর;
জানিস তো তুই ভালো করেই, ক্ষণিক জীবন চরাচরে,
একবার কেউ গেলে গোরে, তার কখনো হয়না ভোর!

IV

Now the New Year reviving old Desires,
The thoughtful Soul to Solitude retires,
Where the White Hand of Moses on the Bough
Puts out, and Jesus from the Ground suspires.

V

Iram indeed is gone with all his Rose,
And Jamshýd's Sev'n-ring'd Cup where no one knows;
But still a Ruby kindles in the Vine,
And many a Garden by the Water blows.

VI

And David's lips are lockt; but in divine
High-piping Pehleví, with "Wine! Wine! Wine!
Red Wine!"—the Nightingale cries to the Rose
That sallow cheek of her's t' incarnadine.

৪

নওরোজের এই মধুক্ষণে, একাকীত্বের নির্জনে,
অপ্রাপ্তি আর ইচ্ছেগুলো কথা বলে দিল সনে!
কোথায় গেল আগুনজ্বলা বৃক্ষশাখায় মুসার হাত,
কোথায় যিশুর অলীকমায়া-বিশ্ব অবাক দর্শনে।

৫

ইরাম বিলীন হয়েছে কবেই, বিলীন সাথে গোলাপরাও,
জামশিদের সাত বলয়ের, স্বর্ণ পেয়ালা নেই কোথাও!
কিন্তু আজও দ্রাক্ষা বনে, মদিরা চুনি উৎপাদনে,
আজও উছল জলের ধারায় সিক্ত প্রাচীন বাগানটাও!

৬

এবং দাউদ চুপ করে থাকে - মদিরা সিক্ত স্বর্গ সুখ,
পেহলেভিতে চিৎকার করে, বুলবুলিটা ভাসায় বুক,
গোলাপে চেয়ে আকুল আঁখি,শরাবশরাব কাঁদিছে পাখি
লাল শরাবের লালিমায় তার, বদলে গালের হলুদটুক!

VII

Come, fill the Cup, and in the fire of Spring
Your Winter-garment of Repentance fling:
The Bird of Time has but a little way
To flutter—and the Bird is on the Wing.

VIII

Whether at Naishápúr or Babylon,
Whether the Cup with sweet or bitter run,
The Wine of Life keeps oozing drop by drop,
The Leaves of Life keep falling one by one.

IX

Each Morn a thousand Roses brings, you say;
Yes, but where leaves the Rose of Yesterday?
And this first Summer month that brings the
Rose Shall take Jamshýd and Kaikobád away.

৭

শরাব ঢালো পেয়ালাতে সই, আগুনভরা ফাগুন বুক,
দাও গো ছুড়ে আস্তাকুঁড়ে, শীতল বিষাদ সাজের দুখ!
নেইতো থেমে কালের পাখি, ভাবছো পথের আরো বাকি!
তাকিয়ে দেখ, উড়ছে সেযে, নয়তো কারো পরান্মুখ!

৮

কি এসে যায় বেবিলন আর কি এসে যায় নিশাপুর,
কি এসে যায় মদিরার স্বাদ, কটু তিক্ত অথবা মধুর;
কালের শরাব ফোটায় ফোটায় প্রতিনিয়ত গড়িয়ে যায়,
একেএকে ঝরে জীবন বৃক্ষের; পাতাগুলি সব আঁধারপুর।

৯

এবং দেখ, দিনের সাথে, হাজার গোলাপ উঠছে ফুটে,
তেমন গতকালের গোলাপ এই মাটিতেই পরছে লুটে!
গ্রীষ্মকালের প্রথম মাসে, কত গোলাপ ধরায় আসে;
কায়কোবাদ আর জামশিদকে নিবে তারা আঁধারপুটে!

X

Well, let it take them! What have we to do
With Kaikobád the Great, or Kaikhosrú?
Let Zál and Rustum bluster as they will,
Or Hátim call to Supper—heed not you.

XI

With me along the strip of Herbage strown
That just divides the desert from the sown,
Where name of Slave and Sultán is forgot—
And Peace to Mahmúd on his golden Throne!

XII

A Book of Verses underneath the Bough,
A Jug of Wine, a Loaf of Bread—and
Thou Beside me singing in the Wilderness—
Oh, Wilderness were Paradise enow!

১০

তবে চলুক এমন করেই, কী বা করার চলুক মৌজ,
কায়কোবাদ আর কায়খসরুর দরকার নাই আজকে খোঁজ,
রুস্তম আর জাল পালোয়ান, দেখাক তারা শক্তিমান-
কে রাখে আজ খবর বল-হাতেম তাইয়ের সান্ধ্য ভোজ!

১১

আমি সেথায় থাকি যেথা, গুল্মলতার শ্যামল বন,
ঠিক ধারে তার গনগনে এক রুক্ষ মরুর হুতাশন!
সেথায় বিভেদ কেউনা মানে, ক্রীতদাস আর সুলতানে
তাদের কৃপায় বহাল যেন মাহমুদ শাহের সিংহাসন।

১২

এই এখানে বৃক্ষ ছায়ায়, আমি এবং তুমি আর,
টুকরো রুটি, রঙিন শরাব, আবেগী বই কবিতার;
পাশে তুমি গাইছো গান, বুনো আবেশ, মগ্ন প্রাণ,
এইতো আমার সুখস্বর্গ, তুচ্ছজীবনে চাই কি আর?

XIII

Some for the Glories of This World; and some
Sigh for the Prophet's Paradise to come;
Ah, take the Cash, and let the Credit go,
Nor heed the rumble of a distant Drum!

XIV

Look to the blowing Rose about us—"Lo,
Laughing," she says, "into the world I blow,
At once the silken tassel of my Purse
Tear, and its Treasure on the Garden throw."

XV

And those who husbanded the Golden grain,
And those who flung it to the winds like Rain,
Alike to no such aureate Earth are turn'd
As, buried once, Men want dug up again.

১৩

কেউবা দেখ, নশ্বরতায় খোঁজেন মধুর জীবন সুখ,
কেউবা আবার, পরকালে, স্বর্গ আশে বাঁধেন বুক!
লুফে নে তুই নগদ যা পাস, বাঁকির খাতা অদৃশ্য ফাঁস;
শুনতে ভালোই দূরের বাজনা, বাস্তবে তা কত যে টুক?

১৪

মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে দেখি, সদ্য ফোটা গোলাপ সই,
সে হেসে কয় এই ধরাতে, আমার মত শোভা কই;
হঠাৎ বুনো হাওয়ার তোড়ে, পাপড়িগুলো খুলে পড়ে,
ধুলায় হেলায় গড়ায় তারা; রুপ-সৌরভ রইলো কই!

১৫

এবং যারা বুকের মায়ায় স্বপ্ন বীজের আবাদকার,
এবং ছড়ায় স্বপ্ন যারা, বৃষ্টি যেন তোড় হাওয়ার!
যতই মাটি হোকনা ভিজে, একবারই প্রাণ জাগে বীজে,
একবার কেউ গেলে গোরে, হয় না জন্ম আরেকবার!

XVI

The Worldly Hope men set their Hearts upon
Turns Ashes—or it prospers; and anon,
Like Snow upon the Desert's dusty Face,
Lighting a little hour or two—is gone.

XVII

Think, in this batter'd Caravanserai
Whose Portals are alternate Night and Day,
How Sultán after Sultán with his Pomp
Abode his destined Hour, and went his way.

XVIII

They say the Lion and the Lizard keep
The Courts where Jamshýd gloried and drank deep:
And Bahrám, that great Hunter—the Wild Ass
Stamps o'er his Head, but cannot break his Sleep.

১৬

জাগতিক এই হৃদ বাগানে স্বপ্নের ফুল কত যে ফোটে,
হয়তো কিছু সুরভিত হয়, কত বেনামে আঁধারে লোটে!
যেমন তপ্ত মরুর পরে, তুষারের কণা ঝলমল করে,
সেতো নিছকই ক্ষণিকের তরে, দীর্ঘকালের নয় মোটে।

১৭

ভেবেছো কখনো, ভঙ্গুর এই পান্থশালায় রাত্রিদিন,
আসা যাওয়ার দুই দরোজা-মাঝখানে জীবন রঙিন;
জাঁকজমকে জলসাঘরে, আসছে একা একের পরে,
ক্ষণিক থেকে সুলতানেরাও - হারিয়ে যাচ্ছে চিরদিন!

১৮

বলছে লোকে, জামশিদের নেশায় বুঁদের জলসাঘর,
সেথায় এখন সিংহ চরে, গিরগিটিরা ধূলার পর!
বাহরাম নামে সে শিকারী, চারদিকে যার প্রতাপ জারী,
বুনো গাধার ক্ষুরের শব্দ, আজকে কাঁপায় তার কবর!

XIX

I sometimes think that never blows so red
The Rose as where some buried Caesar bled;
That every Hyacinth the Garden wears
Dropt in her Lap from some once lovely Head

XX

And this reviving Herb whose tender Green
Fledges the River-Lip on which we lean—
Ah, lean upon it lightly! for who knows
From what once lovely Lip it springs unseen!

XXI

Ah, my Belovéd, fill the Cup that clears
To-day of Past Regrets and Future Fears:
To-morrow!—Why, To-morrow I may be
Myself with Yesterday's Sev'n Thousand Years.

১৯

মাঝেমাঝেই ভাবি আমি সবচে লালি গোলাপটার,
জন্ম সেথায়, শুয়ে যেথায়, রক্তমাখা বীর সিজার!
সকল গুল্ম পুস্পপ্রাণ, বাগানগুলোর বাড়ায় শান,
হয়তো সে ফুল শোভা ছিল, রুপবতীর কালো খোঁপার!

২০

এবং দেখ তরতাজা এই গুল্ম পাতা কি সবুজ,
পালক ছোঁয়া নদীর চুমু লেগে আছে কি অবুঝ
কি মিহি যে পরম ছোঁয়া, কে জানে, সে গেছে খোয়া
ভালোবাসার ঠোঁট ছুঁয়েছে, অদেখা এক রাত-সুরুজ।

২১

চাঁদনী আমার, দ্রাক্ষারসে, পেয়ালা খানি দাও ভরে,
ভবিষ্যতের ভয়গুলো আর অতীত দুঃখ যাক সরে।
আগামীকাল থাকনা পরে, অনাদিকালের শূন্য ঘরে-
হয়তো কালকে সাত হাজারী অতীত ঘরে রইবো পড়ে।

XXII

For some we loved, the loveliest and the best
That from his Vintage rolling Time hath prest,
Have drunk their Cup a Round or two before,
And one by one crept silently to rest.

XXIII

And we, that now make merry in the Room
They left, and Summer dresses in new bloom
Ourselves must we beneath the Couch of Earth
Descend—ourselves to make a Couch—for whom?

XXIV

Ah, make the most of what we yet may spend,
Before we too into the Dust descend;
Dust into Dust, and under Dust to lie
Sans Wine, sans Song, sans Singer, and—sans End!

২২

তারা মোদের ছিল প্রিয়; যারা সেরা নান্দনিক,
ভাগ্য এবং সময় তাদের দ্রাক্ষারসে হারাতো দিক।
পেয়ালা পান-চক্রাকারে, অথবা দুজন এপার ওপারে-
তারাও নীরবে একে একে সায়াহ্নেতে ফেরায় দিক।

২৩

এবং যারা আমরা এখন ঘর বেঁধেছি ফুল্লতায়,
ঝরলে তারা; গ্রীষ্ম আবার নূতন ফুলে বন সাজায়!
নিশ্চিত যে মোদের সবাই, মাটির নীচে বিশ্রামে ঠাই,
পালঙ্ক আর সাজাও কেন- তোমরা বল কার আশায়?

২৪

পান করে নাও যা পারো তা, মাটির ধূলোয় মেশার আগে,
যে রুপ রসের ফুল ফুটেছে, জীবন নামের এই ফাগে।
আর সবই তো মাটির ধূলো; মিথ্যে ধূলোর স্বপ্নগুলো-
না আছে শরাব, না আছে গীত, না আছে সাকী শেষবাগে!

QUATRAIN XIV
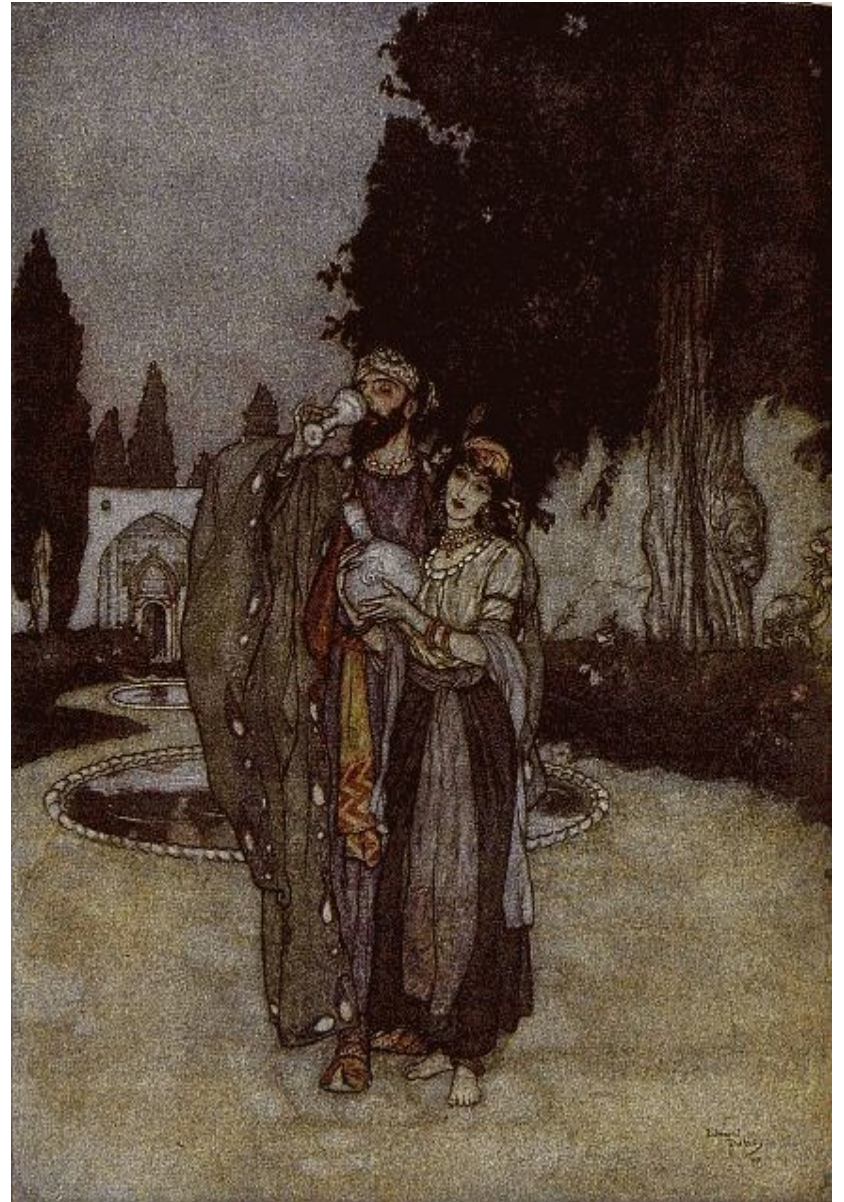
QUATRAIN XLI

XXV

Alike for those who for To-day prepare,
And those that after some To-morrow stare,
A Muezzín from the Tower of Darkness cries
"Fools! your Reward is neither Here nor There."

XXVI

Why, all the Saints and Sages who discuss'd
Of the Two Worlds so wisely—they are thrust
Like foolish Prophets forth; their Words to Scorn
Are scatter'd, and their Mouths are stopt with Dust.

XXVII

Myself when young did eagerly frequent
Doctor and Saint, and heard great argument
About it and about: but evermore
Came out by the same door where in I went.

২৫

কেউবা শুধু খোঁজে মধু, আজকেই যেন শেষের দিন
আগামীকালের আশায় চেয়ে অনেক আছে অর্বাচীন
অন্ধকারের মিনার থেকে, কে যেন কয় ডেকে ডেকে
এখানে আর সেখানে-বোকা, পুরস্কারের নেইতো চিন।

২৬

কেন যে সকল সন্ত সাধু, সব জান্তার ভাব ধরে,
উঁচু গলায় ব্যাখ্যা করে দো’জাহানকে হাতে করে;
নির্বোধ সে ভাববাদীরা- নিন্দিত তার কসম কীরা-
তাদের বাণী যত্রতত্র, বন্ধ মুখ তাঁদের ধূলোয় ভরে।

২৭

যখন দীপ্ত তরুণ ছিলাম, জানার ইচ্ছা ছিল ঢের,
যুক্তিতর্ক শুনেছি নীরবে, বৈদ্য এবং সন্তদের;
নানা বিষয়ে হাজার বার, সবই তার যেন শূন্যসার,
শূন্য মনে গিয়েছি সেখানে, শূন্য মনেই এসেছি ফের ।

XXVIII

With them the seed of Wisdom did I sow,
And with mine own hand wrought to make it grow,
And this was all the Harvest that I reap'd—
"I came like Water, and like Wind I go."

XXIX

Into this Universe, and Why not knowing
Nor Whence, like Water willy-nilly flowing;
And out of it, as Wind along the Waste,
I know not Whither, willy-nilly blowing.

XXX

What, without asking, hither hurried Whence?
And, without asking, Whither hurried hence!
Oh, many a Cup of this forbidden
Wine Must drown the memory of that insolence!

২৮

তাদের সাথে আমিও ছিলাম বুনেছিলাম জ্ঞানের বীজ,
রাত্রি দিনে শয়নে স্বপনে, পরিচর্যাও করেছি নিজ,
আমার ফসল- এইতো আমি, তুলছি ঘরে দিবসযামী-
জল হাওয়া যা বইছে হেথা, সেতো আমিই ছিলাম নিজ।

২৯

জানিনা কেন এ ব্রহ্মাণ্ডে, বাধ্যকতার বইছে স্রোত
কোথা থেকে তার প্রবল ঢেউ, দুলিয়ে দেয় জীবন পোত।
এবং তার বদ হাওয়াতে, ভাসছি আমি দিনে রাতে-
লক্ষ্য বিহীন যাত্রা আমার, জানে শুধুই অজানা স্রোত।

৩০

কোথায় কখন কেমন করে, কেউ করেনি জিজ্ঞাসা,
হুড়োহুড়ির জগতে এলাম, এবার হেথায় খেলো পাশা!
গেলাসের পর আরো গেলাসে, ডুবেছি আমি লাল শরাবে,
নিত্যদিনের তামাশা ভুলে, এইতো আছি বেশ খাশা।

XXXI

Up from Earth's Centre through the Seventh Gate
I rose, and on the Throne of Saturn sate;
And many a Knot unravel'd by the Road;
But not the Master-knot of Human Fate.

XXXII

There was the Door to which I found no Key;
There was the Veil through which I might not see:
Some little talk awhile of Me and Thee
There was—and then no more of Thee and Me

XXXIII

Earth could not answer; nor the Seas that mourn
In flowing Purple, of their Lord forlorn;
Nor rolling Heaven, with all his Signs reveal'd
And hidden by the sleeve of Nght and Morn.

৩১

জীবন থেকে দিলাম পাড়ি, আসমানের সাত দুয়ার,
শনির সিংহাসনটা ফুরে পাড়িও দিলাম রাজ্য তার,
এবং পথের সকল ধাঁধা, উৎরে গেলাম তারও বাধা
রইলো পড়ে মৃত্যু ধূলায়, ভাগ্য নিয়ে মানবতার !

৩২

সেথায় একটি দুয়ার পেলাম, পাইনি চাবি খুঁজে তার
অতীত নামের পর্দা ঘেরা,যায়না দেখা এপার ওপার
আপন মনে ফিসফিসিয়ে, চলছে কথা আমি ও সে
সে আর আমি অনুভবেই,অস্তিত্ব নেই তাহার!

৩৩

ধরায় মেলেনা উত্তর তাঁর, দেয়না জবাব কোন সাগর,
বহমান সেই কালের স্রোতে ভেসে বেড়ায় সেই ঈশ্বর ।
না আছে কোন স্বর্গধাম, অথবা চিহ্ন চলমান-
সকলি লুকানো রাতের আড়ালে,কখনো বা উষা আলোর।

XXXIV

Then of the Thee in Me who works behind
The Veil, I lifted up my hands to find
A Lamp amid the Darkness; and I heard,
As from Without—"The Me within Thee blind!"

XXXV

Then to the lip of this poor earthen Urn
I lean'd, the Secret of my Life to learn:
And Lip to Lip it murmur'd—"While you live Drink!
—for, once dead, you never shall return."

XXXVI

I think the Vessel, that with fugitive
Articulation answer'd, once did live,
And drink; and Ah! the passive Lip I kiss'd,
How many Kisses might it take—and give!

৩৪

যখন তোমরা আমার ভেতরে নিভৃত থাকো অন্তরালে,
সে পর্দা তুলে দেখি আমি, প্রতি মুহুর্তের সময় কালে
সে আধারেও জ্বলেছে বাতি, ডাক দিয়ে যায় কোন সাথী-
অথচ তুমি আমার মধ্যে- অন্ধ বধির শুনি না তা কোনকালে।

৩৫

তারপর এই মাটির পাত্রে, বুঝে শুনেই হলাম স্থির;
আমার এ ঠোট রহস্যময় জীবন শেখার দীক্ষা নীড়।
বিড়বিড়িয়ে দুঠোট বলে, “বেঁচেই যখন পান করে যা”
মৃত্যু থেকে ফেরেনা কেউ, একবার সেথা হলে স্থির।

৩৬

যদিও জানি পেয়ালাখানি, ভঙ্গুর আজ, তবুও তার;
দীপ্ত কন্ঠ বলছে যেন- একদিন ছিল জীবন তার!
মধুময় তার শীতল ঠোটে, আমিও চুমু দিয়েছি বটে-
কে রাখে হিসাব কতবার, হিসাব কি হয় ভালোবাসার?

XXXVII
For I remember stopping by the way
To watch a Potter thumping his wet Clay:
And with its all-obliterated Tongue It murmur'd—
"Gently, Brother, gently, pray!"

XXXVIII
And has not such a Story from of Old
Down Man's successive generations roll'd
Of such a clod of saturated Earth Cast by the
Maker into Human mould?

XXXIX
And not a drop that from our Cups we throw
For Earth to drink of, but may steal below
To quench the fire of Anguish in some Eye
There hidden—far beneath, and long ago.

৩৭
মনে পরে, পথের পরে, একদিন এক সন্ধ্যাকাল,
দেখলাম এক কুম্ভকারে, ছেনছে ভেজা কাদার তাল;
নিষ্পেশনের প্রবল পিষে, কাদার জিভ বেড়িয়ে এসে-
আকুতি জানায়, আস্তে ভায়া; প্রার্থনাতে বেসামাল

৩৮
এবং এটা নয় সে গল্প, বুড়োদের থেকে ধারাবাহিক,
মানুষেরা চলে বংশ ধরে একই পথে একই দিক-
একই মাটি মন্ড করে- মানবের সাঁচে প্রস্তুত করে-
আজব কারিগরের খেলা কে জানে তাঁর অন্তরীক্ষ ।

৩৯
এবং আমি নই বেখেয়াল, চাঙা চিতে বেশ আছি
পেয়ালা থেকে ঝড়বেনা মদ শুষবে না তা এই মাটি।
কষ্ট কত নেভা চোখে, হৃদয়ে বেধা কত যে শর
কত দিন ধরে এই অন্তর,হৃদয় রেখেছে দিয়ে মাটি।

QUATRAIN XXXVII

QUATRAIN XLI

XL

As then the Tulip for her morning sup
Of Heav'nly Vintage from the soil looks up,
Do you devoutly do the like, till Heav'n
To Earth invert you—like an empty Cup.

XLI

Perplext no more with Human or Divine,
To-morrow's tangle to the winds resign,
And lose your fingers in the tresses of
The Cypress-slender Minister of Wine.

XLII

And if the Wine you drink, the Lip you press
End in what All begins and ends in—Yes;
Think then you are To-day what Yesterday
You were—To-morrow you shall not be less.

৪০

তখন ভোরে সিক্ত শিশির নরম আলোয় ফুল বাহার
মাটির ধরায় বেহেশত যেন দ্রাক্ষা রসে রঙিন তার
নিষ্ঠা নিয়ে যা করে পান – যতদিন আছে দূর আসমান
এইযে দেহের এই পেয়ালাখানি করবে মাটি শূন্যসার।

৪১

মানবিক বা ঐশ্বরিক হইনা মোটেই হতবাক
আগামীদিনের জটলা অথবা ভাগ্যের যত ঘুর্ণিপাক
হারিয়ে যাওয়ার হতাশায়, দিবা রাত্রি কেটে যায়
এমনতর সময় যখন-দ্রাক্ষারস উপায় থাক।

৪২

এবং যখন মদিরা পানে পেয়ালাতে তুমি দাও চুমুক,
কিছুই রয়না পরিশেষে, ফুরায় শেষ বিন্দুটুক,
তবুও তুমি রঙ্গে থাকো, বেশভূষাতে তুঙ্গে থাকো-
তারপরে কি শুন্য ছাড়া? তারপরে কি শেষের টুক?

XLIII

So when that Angel of the darker Drink
At last shall find you by the river-brink,
And, offering his Cup, invite your Soul
Forth to your Lips to quaff—you shall not shrink.

XLIV

Why, if the Soul can fling the Dust aside,
And naked on the Air of Heaven ride,
Were't not a Shame—were't not a Shame for him
In this clay carcase crippled to abide?

XLV

'Tis but a Tent where takes his one day's rest
A Sultán to the realm of Death addrest;
The Sultán rises, and the dark
Ferrásh Strikes, and prepares it for another Guest.

৪৩

যখন সেই দেবদূতেরা মৃত্যু শরাব নিয়ে হাজির,
শেষে তোমায় পেয়েও যাবে-যেথায় জীবন নদীর তীর,
এবং তার পেয়ালাখানি, তোমার সামনে ধরবে জানি,
চুমুক দিয়ে, বরণ করো; হয়না যাতে নত শির!

৪৪

কেন তবে এ আত্মাগুলো,ফেলে যায় যে সব ধূলার
বিবস্ত্র হয়ে বায়ুর রথে স্বর্গ ধামে যাত্রা সওয়ার
নয় কি এসব লজ্জার কথা, কোথায় হেথা মানবতা,
ভঙ্গুর এই কাদার দেহ - কি দাম বল এ পঙ্গুতার!

৪৫

এই তাঁবুতে সিক্ত সুধায় একটি দিনের বিশ্রামে
সুলতানের রাজ্য ঘেরা মৃত্যু নামের সেই ধামে।
সুলতান যখন উঠে দাঁড়ায়, অন্ধকার চারদিকে ছায়
গালিচা ঝেড়ে তৈরী থাকে, –নতুন কোন মূখ পানে।

XLVI
And fear not lest Existence closing your
Account, and mine, should know the like no more;
The Eternal Sákí from that Bowl has pour'd
Millions of Bubbles like us, and will pour.

XLVII
When You and I behind the Veil are past,
Oh, but the long, long while the World shall last,
Which of our Coming and Departure heeds
As the Sea's self should heed a pebble-cast.

XLVIII
A Moment's Halt—a momentary taste
Of Being from the Well amid the Waste—
And Lo!—the phantom Caravan has reach'd
The Nothing it set out from—Oh, make haste!

৪৬
এসব ভেবে ভয় পেয়োনা সাংগ হবে তোমার পালা,
এবং আমিও তোমার মত, একই রকম ফয়সালা;
চিরঞ্জীব সেই যে সাকী, পেয়ালা ভরা- মদির আঁখি
তুমি আমি লক্ষ লক্ষ, বুদবুদ নিয়ে করছে খেলা।

৪৭
তুমি আর আমি তখন দূরে অতীত ঝালরে আড়াল যখন,
ওহ, তবে কী দীর্ঘকাল, এ পৃথিবী রবে হেথা অনুক্ষন,
আমাদের আসা আমাদের যাওয়া, জীবন এবং রঙ্গ গান
নিক্ষেপ করা একটি নুড়ি মহা সমুদ্রের বুকে যেমন।

৪৮
ধবংসমূখী চলমান এই বিশ্বমাঝের প্রতিটি ক্ষণ,
প্রতি লহমা জীবন পংক্তি ভলোবাসারই অনুরণন!
গ্রহ নক্ষত্র এক কাফেলায়; মিথ্যে ডাহা উষার আশায়;
আর দেরী নয় ওঠরে বোকা, কর সময়ের স্বাদ গ্রহন!

XLIX

Would you that spangle of Existence spend
About THE SECRET—quick about it, Friend!
A Hair perhaps divides the False and True—
And upon what, prithee, may life depend?

L

A Hair perhaps divides the False and True;
Yes; and a single Alif were the clue—
Could you but find it—to the Treasure-house,
And peradventure to The Master too;

LI

Whose secret Presence, through Creation's veins Run-
ning Quicksilver-like eludes your pains;
Taking all shapes from Máh to Máhi; and
They change and perish all—but He remains;

৪৯

রঙ চংয়া কিছু ভাবনা নিয়ে চাও কি সময় করতে পার
অজানা এখানে যা কিছু আছে, কিছুই জানতে চাওনা তার
তবে শুনে রাখো বন্ধু আমার, একটি চুলের ক্ষুরধার
সত্য মিথ্যা ভাগ করে দেয় -যেখানে জীবন প্রার্থনার।

৫০

একটি মাত্র চুলেই পারে সত্য মিথ্যা করতে ভাগ,
শুধ্ আলিফ সূত্র তার অনেক কথার একই বাক।
খুঁজে পেতে পারো সব অন্তরে- খোঁজ তবে মন ভান্ডারে-
ডুব দাও তবে আঁধার সাগরে- মনের আঁধার মুক্তি পাক।

৫১

যিনি সদাই আছেন হাজির সৃষ্টিগুলোর শিরায় শিরায়
খুব গোপনে খুব চকিতে ঘুরে বেড়ায় সব বেদনায়-
ইচ্ছে হলো বদলে গেল- যেমন খুশী তেমন হলো-
ভাঙা গড়ার খেলছে খেলা- কিন্তু তিনি অটল ঠাঁয়।

LII
A moment guess'd—then back behind the Fold
Immerst of Darkness round the Drama roll'd
Which, for the Pastime of Eternity,
He doth Himself contrive, enact, behold.

LIII
But if in vain, down on the stubborn floor
Of Earth, and up to Heav'n's unopening Door,
You gaze To-day, while You are You—how then To-morrow,
You when shall be You no more?

LIV
Waste not your Hour, nor in the vain pursuit
Of This and That endeavour and dispute;
Better be jocund with the fruitful Grape
Than sadden after none, or bitter, Fruit.

৫২
অনুমান কর প্রতি মুহূর্ত, অতীত আঁধারে ভাঁজ করা
বিস্মৃতির আড়ালে যেথায় একটি নাটক হয় পড়া।
অনন্ত অতীত সারাবেলা, অন্ধকারেই করছে খেলা-
একা একাই করে অভিনয়- কেউ করেনা তার জেরা।

৫৩
কিন্তু যদি ব্যর্থতায় তলিয়ে যাওয়া শেষ মেঝের-
এই পৃথিবীর, এবং সেথায় বন্ধ দুয়ার বেহেস্তের,
অনুমান কর আজকের দিন, কাটছে কেমন সারাদিন,
কালকে তবে কাটবে কেমন, নেই তুমি যে সেই দিনের?

৫৪
নিস্ফলা সব নিছক তর্কে আর কতকাল কে জানে?
বিরোধ আর চেষ্টার ধ্যানে- অসীম সুখের সন্ধানে,
তারচে থাকি রসে কষে, জীবন ভিজাই আঙুর রসে-
মৌজ ভালো মরার চেয়ে- বিষন্নতার বিষবানে।

LV

You know, my Friends, with what a brave Carouse
I made a Second Marriage in my house;
Divorced old barren Reason from my Bed,
And took the Daughter of the Vine to Spouse

LVI

For "Is" and "Is-not" though with Rule and Line
And "Up-and-down" by Logic I define,
Of all that one should care to fathom,
I Was never deep in anything but—Wine.

LVII

Ah, but my Computations, People say,
Reduced the Year to better reckoning?—Nay
'Twas only striking from the Calendar Unborn
To-morrow, and dead Yesterday.

৫৫

তুমি কি জানো বন্ধু প্রিয় আজকে আমার বিলাসী ঘর,
দ্বিতীয় বিয়ের মৌজে আছে মদিরা মুখোর পান আসর,
তালাক দিয়েছি শয্যা থেকে, পুরোন নিছক চিন্তাকে-
দ্রাক্ষা দুহিতা প্রণয়ী আমার, তার বাহুডোরে প্রেম বাসর!

৫৬

হয়তো নয়তো চলছে হয়তো নিয়মনীতি সব মিলে
উত্থান আর পতন কিন্তু জীবনে বড়ই গড় মিলে;
বুঝে শুনেই বলছি শোন, পাইনি জীবনে মদির কোন
শরাবের চেয়ে গভীর বোধের যা চায় আমার খাশ দিলে!

৫৭

দেখনা আমার গণনা আহা, যদিও লোকে বলছে কি?
বছরের সব দিনগুলিকে, কম বেশীতে মিলিয়ে দি।
এই কিছুটা গরমিল আছে, মেলেনা ‘পাঁজি’র হিসাব কষে-
জন্মেছি কি আগামীকালে - গতকালেই কী মরেছি!

LVIII

And lately, by the Tavern Door agape,
Came shining through the Dusk an Angel Shape
Bearing a Vessel on his Shoulder; and
He bid me taste of it; and 'twas—the Grape!

LIX

The Grape that can with Logic absolute
The Two-and-Seventy jarring Sects confute:
The sovereign Alchemist that in a trice
Life's leaden metal into Gold transmute:

LX

The mighty Mahmúd, Allah-breathing Lord,
That all the misbelieving and black Horde
Of Fears and Sorrows that infest the Soul
Scatters before him with his whirlwind Sword.

৫৮

এইতো সেদিন সরাইখানায়, খোলা দরোজার পথ ধরে,
দেবদূত এক আসলো হঠাৎ সাঁঝের আঁধার ভেদ করে,
কাঁধের উপর চোলাই ঘড়া, ‘পান করে নে’ আদেশ কড়া,
চেখে দেখি, নিত্যদিনের- আঙুর পেষা গন্ধরে!

৫৯

এইযে আঙুর সুধা ভরা তারও আছে যুক্তিধারা,
দুই অথবা সত্তরবার, যেমন খুশী হোকনা নাড়া,
মুহুর্তে এক বিদগ্ধ মন- এমন একটি রসায়ন;
বদলে দিতে পারে জীবন-সীসা থেকে স্বর্ণপারা।

৬০

সেই যে ছিল শক্তিশালী দিকবিজয়ী বীর মাহমুদ,
নিমজ্জিত তখন যারা, অবিশ্বাসে ছিল বুদ,
কলুষতার যাঁতাকলে, আত্মা ছিল বেদখলে;
ঝলমলে তাঁর তলোয়ারে, তাদের হলো তামামশুদ!

LXI

Why, be this Juice the growth of God, who dare
Blaspheme the twisted tendril as a Snare?
A Blessing, we should use it, should we not?
And if a Curse—why, then, Who set it there?

LXII

I must abjure the Balm of Life, I must,
Scared by some After-reckoning ta'en on trust,
Or lured with Hope of some Diviner Drink,
To fill the Cup—when crumbled into Dust!

LXIII

Oh, threats of Hell and Hopes of Paradise!
One thing at least is certain—This Life flies;
One thing is certain and the rest is Lies;
The Flower that once has blown for ever dies.

৬১

কেন তবে পরমেশ্বর বানিয়েছেন এ দ্রাক্ষারস,
মিছে নানান দোহাই দিয়ে মন্দ বলে কার সাহস।
দ্রাক্ষারস যে আশীর্বাদ,পান করে নে মিটিয়ে সাধ,
মন্দই যদি হবে তবে, বেহেশ্তে কেন এত যশ।

৬২

জীবন যাপনে পালনীয় কত, বিধিনিষেধের আহবান
কিছু বিশ্বাসে কিছু ভয়ে, কিছুটা আবার বকের ভান
অথচ আমরা প্রলুব্ধ হই, শ্রেষ্ঠ দ্রাক্ষা রসের সই-
মরার পরে পেয়ালা ভরে, স্বর্গে বসেই করবো পান!

৬৩

স্বর্গ নরকের আশা ও ভয়, জ্ঞানবেত্তা রাখো দূরে,
নিশ্চিত সেই সত্য জেনো, জীবন সবার যায় ফুরে,
নিশ্চিত সেই সত্য সাকী, মিথ্যে সবি আর যা বাকী
একবার ফোটে যে ফুল ভুবনে, মরে কিন্তু চিরতরে।

LXIV

Strange, is it not? that of the myriads who
Before us pass'd the door of Darkness through,
Not one returns to tell us of the Road,
Which to discover we must travel too.

LXV

The Revelations of Devout and Learn'd
Who rose before us, and as Prophets burn'd,
Are all but Stories, which, awoke from Sleep,
They told their comrades, and to Sleep return'd.

LXVI

I sent my Soul through the Invisible,
Some letter of that After-life to spell:
And by and by my Soul return'd to me,
And answer'd "I Myself am Heav'n and Hell:"

৬৪

কি আজব বল তাইনা সাকী? মরেছে আগে যারা আমাদের,
কোন পথ ধরে গেছেন তারা, কোন সে দুয়ার অন্ধকারের-
কেউ আজ তক আসেনি ফিরে, বলেনি কথা সে পথ ঘিরে
যে পথে মোদের যেতেই হবে- প্রয়োজন তা আবিস্কারের।

৬৫

ঐশীবাণী, বিশ্বাস ও ত্যাগ তিতিক্ষার মহৎ পাঠ
এনেছিল যারা নবুয়ত নিয়ে, করেছিল যে আলোর পাঠ
তাদের সে সব ঘুম জাগানিয়া, মন আঁধারে জ্বেলেছিল দিয়া,
তারা যেন বলে আজ সাথীদের, আবার ধরেছে ঘুমের পাঠ।

৬৬

অদৃশ্য কিছু চিঠি দিয়েছি, আমার পরম আত্মার কাছে,
কিছু প্রশ্ন সেখানে লিখেছি, মৃত্যুর পরে ভাগ্যে কি আছে?
দিনে দিনে আত্মা আমার- উত্তরগুলো দিয়েছে তার__
এই যে আমি আমার মাঝে দোজখ বেহেশ্ত দুইই আছে।

LXVII
Heav'n but the Vision of fulfill'd Desire,
And Hell the Shadow from a Soul on fire,
Cast on the Darkness into which Ourselves,
So late emerged from, shall so soon expire

LXVIII
We are no other than a moving row
Of Magic Shadow-shapes that come and go
Round with the Sun-illumined Lantern held
In Midnight by the Master of the Show;

LXIX
But helpless Pieces of the Game He plays
Upon this Chequer-board of Nights and Days;
Hither and thither moves, and checks, and slays,
And one by one back in the Closet lays.

৬৭
বেহেশ্ত হল এই যে মনের, পূরণ হওয়া ইচ্ছাগুলো,
এবং দোজখ অতৃপ্ততায় হৃদয়পোড়া অগ্নি ধূলো!
আঁধার যত এই মনেতে-ছুঁড়ে ফেলে দাও দূরের পথে
মুক্তি পেতে যতই দেরী, ততই মরবে স্বপ্নগুলো!

৬৮
ভিতর বাইরে, উপরে নীচে এবং যা সব ডানে বাঁয়,
আর কিছু নয়- ভেল্কিবাজী, ছায়াকায়ার মায়া দেখায়,
এ যেন সেই বাক্সে ভরা, মোম আলোতে খেলা করা
ভুতের মত ছায়াগুলো, আসে এবং চলেও যায়।

৬৯
এইতো সবই সহায়হীন সাদা কালোর দাবার ঘর,
ভাগ্য যেথায় মানুষ নিয়ে যাচ্ছে খেলে সময় পরঃ
মানুষ ঘুঁটির ঘোরাফেরা- মাত করা আর বধ করা,
এবং সবাই একে একে, ফিরছে বাক্সে খেলার পর।

LXX
The Ball no question makes of Ayes and Noes,
But Here or There as strikes the Player goes;
And He that toss'd you down into the Field,
He knows about it all—HE knows—HE knows!

LXXI
The Moving Finger writes; and, having writ,
Moves on: nor all your Piety nor Wit
Shall lure it back to cancel half a Line,
Nor all your Tears wash out a Word of it.

LXXII
And that inverted Bowl they call the Sky,
Whereunder crawling coop'd we live and die,
Lift not your hands to It for help—for
It As impotently moves as you or I

৭০
পক্ষ কিম্বা বিপক্ষ নিয়ে- বলের নিজের প্রশ্ন নাই,
খেলুরে যেমন করছে আঘাত ডানেবাঁয়ে ছুটছে তাই
চালছে তিনি যেমন করে, তুমিও খেলো মাঠের পরে
সবকিছু তো তিনিই জানেন, অজানা তাঁর কিছুই নাই!

৭১
সদা চলমান আঙ্গুলগুলো যাচ্ছে লিখে ভাগ্য রায়,
লিখে যায়, লিখে যায়, লিখে যায় তার বিবেচনায়ঃ
প্রলুব্ধ সে হয়না ধর্মে, না কোন স্বাক্ষী-না কোন কর্মে;
সারা জীবনের অশ্রু দিয়ে একটি হরফও মোছেনা হায়!

৭২
এবং ঐ যে উল্টানো বাটি, তাহারা যাকে ডাকে আকাশ,
তার নীচে মোদের হামাগুড়ি জীবন, জন্ম মৃত্যু দীর্ঘশ্বাস,
কেন তোল হাত নিয়ে বিশ্বাস, যেখানে কোন নেই আশ্বাস;
অসহায় এক আকাশের নীচে আমি ও তুমি করছি বাস।

LXXIII

With Earth's first Clay They did the Last Man knead,
And there of the Last Harvest sow'd the Seed:
And the first Morning of Creation wrote
What the Last Dawn of Reckoning shall read

LXXIV

Yesterday This Day's Madness did prepare;
To-morrow's Silence, Triumph, or Despair:
Drink! for you know not whence you came, nor why:
Drink! for you know not why you go, nor where.

LXXV

I tell you this—When, started from the Goal,
Over the flaming shoulders of the Foal
Of Heav'n Parwín and Mushtarí they flung
In my predestined Plot of Dust and Soul

৭৩

এই পৃথিবীর প্রথম কাদায় সৃষ্টি হয়েছে শেষ আদম
এবং সর্ব শেষ ফসলের শেষ বীজটিই হয়েছে রোপনঃ
এবং তাইতো প্রথম উষায়, সকল সৃষ্টি এসেছে লেখায়
শেষ উষাতে সবই যে তার, হবে হিসাব- হবে পঠন।

৭৪

গতকালের পাগলামীতেই আগামীকালের মাদকতা,
হয়তও সেখানে পরাজয়, কিম্বা বিজয় লেখা গাঁথা!
পান কর বাছা মদিরা পেলে, জানোনা তুমি কোথা থেকে এলে
পান করে যাও আপনার মনে, জানোনা যেহেতু শেষ কোথা !

৭৫

তোমায় আমি বলছি শোন, স্বর্গ থেকে যাত্রা শুরু,
জ্বলন্ত এক অশ্ব কাঁধে, সওয়ার- হৃদয় দুরুদুরু
ছেড়ে এলাম স্বর্গ তারা, পারভীন আর মুশতারা-
পূর্বলেখা ভাগ্য নিয়ে, ধূলোর ধরায় জীবন শুরু।

LXXVI
The Vine had struck a fibre: which about
If clings my being—let the Dervish flout;
Of my Base metal may be filed a Key,
That shall unlock the Door he howls without.

LXXVII
And this I know: whether the one True Light
Kindle to Love, or Wrath-consume me quite,
One Flash of It within the Tavern caught
Better than in the Temple lost outright.

LXXVIII
What! out of senseless Nothing to provoke
A conscious Something to resent the yoke
Of unpermitted Pleasure, under pain
Of Everlasting Penalties, if broke!

৭৬
দ্রাক্ষালতা বেঁধেছে আমায়, রেখেছে জড়িয়ে বেশ কষে,
বিদ্রুপ করে ধ্যানী সুফীরা, নানান কথায় নানা রসে,
হয়তো আমার মৌলিকতা, গড়বে চাবি- জ্ঞান যথা-
বিনা চিৎকারে খুলবে তা-অবরুদ্ধ দ্বারে পশে।

৭৭
এবং আমি বুঝতে পারি: কোন আলোটি সত্যিকার,
কোন আলোতে জমছে ঘৃণা, কোন আলোটা ভালোবাসার
এক মুহুর্তের আলোর শান, সরাইখানায় যা বিরাজমান
সেও তো ভাল মন্দিরে যা, সরাসরি যে শূণ্যসার।

৭৮
কি আজব কথা বল, নেই কোন সচেনতা।
করণীয় হাজার বিভেদ, আকাশের নীরবতা
এখানে ঘাড়ে জোয়াল নিয়ে-কিছ যদি যাও পিয়ে
এখানে সবই নিয়ম ভংগ চির শাস্তির কঠোরতা

LXXIX
What! from his helpless Creature be repaid
Pure Gold for what he lent him dross-allay'd—
Sue for a Debt he never did contract,
And cannot answer—Oh, the sorry trade!

LXXX
Oh, Thou, who didst with pitfall and with gin
Beset the Road I was to wander in,
Thou wilt not with Predestined Evil round
Enmesh, and then impute my Fall to Sin!

LXXXI
Oh, Thou, who Man of baser Earth didst make,
And ev'n with Paradise devise the Snake:
For all the Sin wherewith the Face of Man
Is blacken'd—Man's forgiveness give—and take

৭৯
তাকে দেয়া হবে প্রতিদান! ছিল যারা অসহায়,
খাঁটি সোনাদানা আরো আরো কিছু য মনে চায়!
দিয়েছিলেন বেশ কিছু ধার, ছিলনা কোন চুক্তি তার,
লেন দেন নিয়ে কোন উত্তর নেই বড় আফসোস হায়!

৮০
তুমিই আমাকে লাগাম দিয়েছ, পেতেছ এখানে নানান ফাঁদ,
বিছিয়ে রেখেছ আমার পথে, কত না রঙ্গ, কত যে সাধ,
পূর্ব লিখিত ভাগ্য আমার, ঘুরছি এ পথে চক্রাকার-
অভিযুক্ত করো কেন তবু- পতিত আমি, আমারই পাপ?

৮১
তুমি কি করোনি মানুষ সৃজন পৃথিবীর এই প্রান্তরে,
এবং তুমি কি সৃজন করোনি, স্বর্গের সেই অজগরে?
সকল পাপের কলঙ্ক মুখে,মানুষ বাঁচে ক্ষমা নিয়ে বুকে-
তার বিনিময়ে এ প্রার্থনা- তুমিও দিও ক্ষমা করে!

LXXXII

As under cover of departing Day
Slunk hunger-stricken Ramazán away,
Once more within the Potter's house alone
I stood, surrounded by the Shapes of Clay.

LXXXIII

Shapes of all Sorts and Sizes, great and small,
That stood along the floor and by the wall;
And some loquacious Vessels were; and some
Listen'd perhaps, but never talk'd at all.

LXXXIV

Said one among them—"Surely not in vain
My substance of the common Earth was ta'en
And to this Figure moulded, to be broke,
Or trampled back to shapeless Earth again."

৮২

বিষাদ পূর্ণ হৃদয় আমার শেষ বিদায়ের দিন ঘিরে
ভীষণভাবে ক্ষুধা পীড়িত- রমাজানও গেছে ফিরে
দাড়িয়ে ছিলাম একাকী আবার- যে বাড়িতেক কুম্ভকার,
আমিও যেন মাটির মূর্তি- যেগুলো দাঁড়িয়ে আমার ঘিরে।

৮৩

ছোট বড় নানান রকম মাটির পাত্র দেয়াল ঘেঁসে
মেঝের উপ্র দাঁড়িয়েছিল নানান ভঙ্গী নানা বেশে।
কিছু ছিল বাক্যপটূ এবং কিছু হয়তো শোনে-
কিন্তু তারা বলেনা কথা, বলবে নাতো কোন ক্লেশে!

৮৪

অতঃপর বলে আরেকজনে-নিরর্থক তো কিছুই নয়,
আমার আকর এখান থেকে, ছড়িয়ে যা এ পৃথিবীময়;
যিনি আমাকে সূক্ষ্মভাবে, তুলেছে গড়ে এই অবয়বে-
তিনিই আবার ফিরিয়ে দেবে এই মাটিতেই সুনিশ্চয়।

LXXXV

Then said a Second—"Ne'er a peevish Boy
Would break the Bowl from which he drank in joy;
And He that with his hand the Vessel made
Will surely not in after Wrath destroy."

LXXXVI

After a momentary silence spake
Some Vessel of a more ungainly Make;
"They sneer at me for leaning all awry:
What! did the Hand then of the Potter shake?"

LXXXVII

Whereat some one of the loquacious Lot—
I think a Súfi pipkin—waxing hot—
"All this of Pot and Potter—Tell me then,
Who is the Potter, pray, and who the Pot?"

৮৫

অন্য আরেক বলছিল -‘কেন সেই এক অবাক ছেলে,
আনন্দপান যে পেয়ালায় করে - নিজেই তা ভেঙে ফেলে;
আবার কি তবে মন মমতায়, পরম প্রীতি ভালোবাসায়;
গড়বে পেয়ালা মুগ্ধ নকশায়- ক্রোধ তার থেমে গেলে”!

৮৬

কেউই দিলোনা জবাব যখন, ভাঙলো তখন নীরবতা,
কদর্য এক পেয়ালা সেখানে, নির্মাণে নেই নিপুণতাঃ
‘তাদের চোখে ব্যাঙ্গ ছটা, বলছে যেন কি হলো এটা’!
তবে কি কুমারের কেঁপেছে হাত, অথবা পায়নি মমতা?

৮৭

এবং সত্যি অবাক করা, এই যে সকল মাটির ঘড়া
আধ্যাত্বিক এক আবেশ নিয়ে,কেউ ঝিমানো কেউ বা চড়া
সকল ঘড়া ও কুম্ভকার, ‘ধর্য্য-হারিয়ে করে চিৎকার -
কে সে কুমোর, কে সে ঘড়া, প্রার্থনা বা কিসের করা?

LXXXVIII

"Why," said another, "Some there are who tell
Of one who threatens he will toss to Hell
The luckless Pots he marr'd in making—Pish!
He's a Good Fellow, and 'twill all be well."

LXXXIX

"Well," murmur'd one, "Let whoso make or buy,
My Clay with long Oblivion is gone dry:
But fill me with the old familiar Juice,
Methinks I might recover by and by."

XC

So while the Vessels one by one were speaking,
The little Moon look'd in that all were seeking:
And then they jogg'd each other, "Brother! Brother!
Now for the Porter's shoulder-knot a-creaking!"

৮৮

বললো কে যেন-“কর্কশ এক কঠিন চিবুক অবিচল
এবং তার বিকট মুখে জাহান্নামের ধোঁয়ার ঢল;
বিচার হবে কঠিন হাতে-করবে প্রশ্ন অবজ্ঞাতে!
তিনি বড়ই মানুষ ভাল, ন্যায় বিচার তার সকল।”

৮৯

বেশতো, কেউ ফিসফিসিয়ে, লম্বা টেনে দীর্ঘশ্বাস,
“দীর্ঘদিনে বিস্মৃতিতে শুস্ক কাদায় মরু তিয়াস:
তবে, যদি আবার ঢালো, পুরোন সেই মদিরাগুলো,
আবার আমি উঠবো জেগে নতুন করে বইবে শ্বাস!”

৯০

তারপর সেই পাত্রগুলো, আড্ডা-কথায় ছিলো মাৎ,
একজনে তার আকাশ খোঁজে-চাইছে সবাই নতুন চাঁদ;
এবং তারা একে অপরে, বলছে “ও ভাই কনুই মেরে!
খেপিয়ে দে না কুম্ভকারে, কাঁধের উপর গাঁট মেরে!”

XCI
Ah, with the Grape my fading Life provide,
And wash the Body whence the Life has died,
And lay me, shrouded in the living Leaf,
By some not unfrequented Garden-side.

XCII
That ev'n my buried Ashes such a snare
Of Vintage shall fling up into the Air
As not a True-believer passing by
But shall be overtaken unaware.

XCIII
Indeed the Idols I have loved so long
Have done my credit in this World much wrong:
Have drown'd my Glory in a shallow Cup
And sold my Reputation for a Song.

৯১
বিষাদে যখন সুরারসে পাই নবজীবনের সঞ্জীবন-
এবং তাতেই গোসল দিও, যখন আমার হয় মরণ;
এবং সবুজ আঙুর পাতা, মুড়িয়ে দিও কাফন যথা,
তারপর কোন ফুল বাগিচার পাশে যেন হয় মোর দাফন।

৯২
আমার গোরের ধূলিকণা যত রাখবে পেতে এমন ফাঁদ,
উড়াবে বাতাসে মদিরা সুবাস, জাগিয়ে তোলা নেশার সাধ,
হয়ত নিরেট বিশ্বাসী দল, চলতে পথে হবে টলমল,
পতিত হবে নেশার জালে, অজান্তে হবে তারা উন্মাদ।

৯৩
সত্যিই আমি দীর্ঘ দিন, সেই প্রতিমাকে ভালবেসে-
কৃতিত্ব মোর মানুষের চোখে ভুলভাল হয়ে গেছে;
সম্ভ্রম মোর যা ছিলো হায়, ডুবে গেছে তা সুধা পেয়ালায়,
শুধুই একটি গানের জন্য আমার খ্যাতি দিয়েছি বেচে।

XCIV
Indeed, indeed, Repentance oft before
I swore—but was I sober when I swore?
And then and then came Spring, and Rose-in-hand
My thread-bare Penitence apieces tore.

XCV
And much as Wine has play'd the Infidel,
And robb'd me of my Robe of Honour—Well,
I wonder often what the Vintners buy
One half so precious as the stuff they sell.

XCVI
Yet Ah, that Spring should vanish with the Rose!
That Youth's sweet-scented manuscript should close!
The Nightingale that in the branches sang,
Ah, whence, and whither flown again, who knows!

৯৪
সত্যি আমি কি, ভেবে চিন্তে, কসম কেটেছি অনুতাপে,
আমি কি ছিলাম স্বচ্ছন্দ, না ছিলাম নেশার ঘোর চাপে?
এবং যখনই ফাগুন এলো, গোলাপ হাতে-আমি এলোমেলো,
ভেঙে গেলো মোর সকল কসম, ডুবে যাই ফের পেয়ালাতে।

৯৫
এবং অবিশ্বাসীর মতন, শরাবের যেন সেই আচরণ,
এবং লুট হয়েছে সুনাম, লুট হয়ে গেছে আমার মন।
তা হোক-ভাল, বিস্ময়ে মরি, কিসের লাভে একজন শুঁড়ী
বেশি দামে কিনে অর্ধেকে তার দ্রাক্ষারসের করে বিপণন।

৯৬
সে বসন্ত মুছে যাবে হায়, গোলাপের সাথে জানি,
সুবাসি স্মৃতির যৌবন- সেই পান্ডুলিপিও খানি !
যে শাখায় বসে গীতল পাখী ধ্রুপদী গেয়েছে জীবন মাখি,
উড়াল দেবে সে কোথায় আবার, কি বা তার বল জানি!

XCVII
Would but the Desert of the Fountain yield
One glimpse—if dimly, yet indeed, reveal'd,
To which the fainting Traveller might spring,
As springs the trampled herbage of the field!

XCVIII
Would but some wingéd Angel ere too late
Arrest the yet unfolded Roll of Fate,
And make the stern Recorder otherwise
Enregister, or quite obliterate!

XCIX
Ah, Love! could you and I with Him conspire
To grasp this sorry Scheme of Things entire,
Would not we shatter it to bits—and then
Re-mould it nearer to the Heart's Desire!

৯৭
মরুর কোন পান্থ যদি দেখত মনে এক ঝলক,
ঝর্ণা এবং গুল্মলতায় বসন্ত যেন এক পলক
জ্ঞান হারানো মরু পথিক, হয়তো খুঁজে পেত দিক
যেমন মাঠের ঘাস দলিয়ে-পৌঁছে যেত স্বপ্ন তক!

৯৮
তবে কি কিছু ডানাওয়ালা পরী, চরম বেখেয়ালে করেছে দেরী
মোড়ানো আমার ভাগি লিপি যেমন ছিল তেমনি রয়েছে পড়ি!
যা খূশী সেথায় হয়েছে দিতে, চলে গেছ যা সব বিপরীতে –
যা হয়েছে চরম সত্য- চাইনি যা এ জীবনে ভুল করি।

৯৯
হে প্রিয় আমার, তুমি আর আমি, পারিনা ভাগ্য বদলাতে,
দুঃখগুলোকে বুঝে বুঝে, জড়িয়ে যা আছে জীবন সাথে,
পারি নাকি তা ভেঙে পলে পলে, যা নিয়ে থাকি অশ্রুসজলে-
এবং তখন পারিনা সাজাতে, হৃদয়ে চাওয়া ইচ্ছার অনুপাতে!
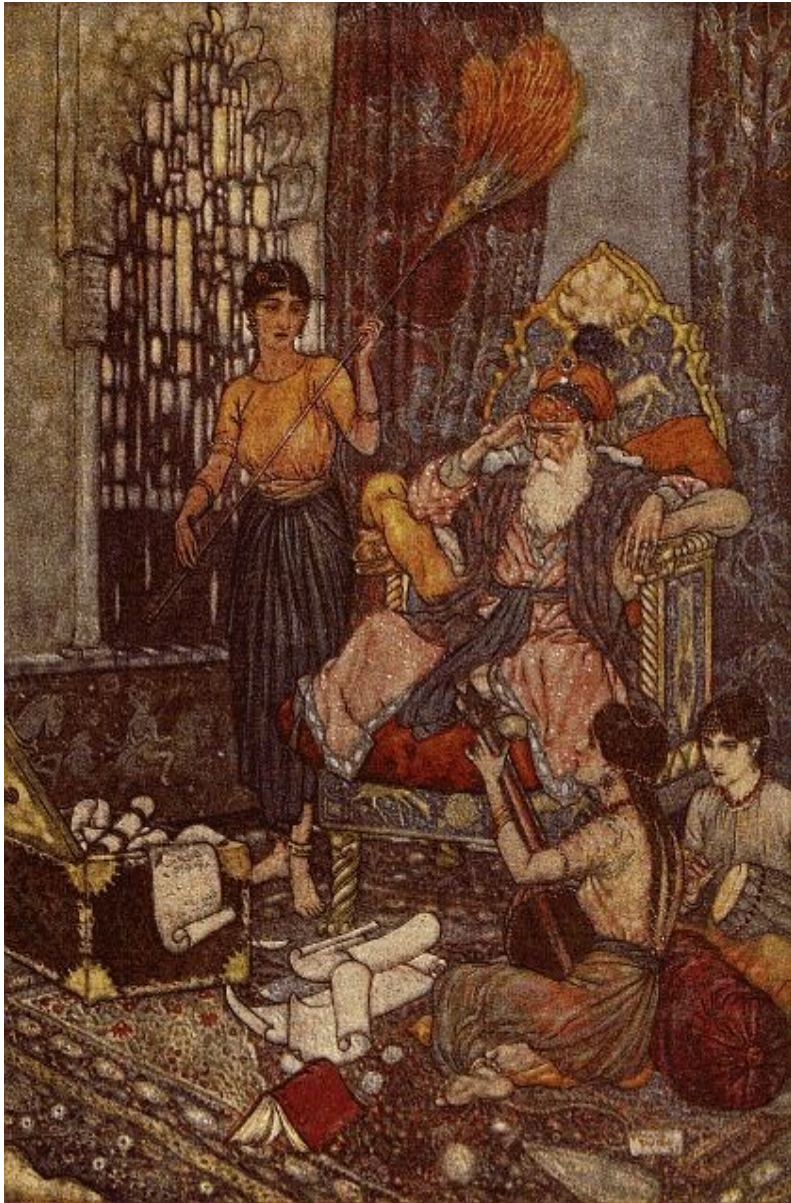
C

Yon rising Moon that looks for us again—
How oft hereafter will she wax and wane;
How oft hereafter rising look for us
Through this same Garden—and for *one* in vain

CI

And when like her, oh, Sákí, you shall pass
Among the Guests Star-scatter'd on the Grass,
And in your Joyous errand reach the spot
Where I made One—turn down an empty Glass!

১০০

মধুকরী চাঁদ জানেনা আহা, কাকে বলে জীবনের ক্ষয়,
বারবার স্বর্গের চাঁদ,তারাভরা আকাশে হয় যে উদয়ঃ
পুরোন বাগিচায় উদয়ের পরে, হয়তো আকুলতা ভরে-
বৃথাই খুঁজবে আমায় হায়, একদিন যার সাথে ছিল পরিচয়!

১০১

এবং তুমি উজলা পায়ে এগোবে যখন পথ ধরে,
অতিথি তারারা এলোমেলো হয়ে রয়েছে বসে ঘাস পরে,
তোমার সেই আনন্দধামে, বার্তা পৌঁছে গেছে সেখানে;
যেথায় ছিলাম; রয়েছে এখন-শূন্য পেয়ালা উপুড় করে

The End

সমাপ্ত